**ঢাকা সেনানিবাসে প্রধানমন্ত্রীর দরবার**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা সেনানিবাস, বৃহস্পতিবার, ০৪ আশ্বিন ১৪২০, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনাবাহিনী প্রধান,

এবং আমার প্রিয় অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবীর সৈনিকবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবগঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত দরবারে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দরবারে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্য ও সাধারণ জনগণ সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত যুদ্ধ পরিচালনা করে জয়লাভ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনী সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে সর্বদা স্মরণ করে।

আপনারা সবাই জানেন, জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল একটি দক্ষ ও চৌকস সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। সে কারণেই স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও তিনি প্রখর দূরদৃষ্টি নিয়ে একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ঐকান্তিক চেষ্টা নেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও অতি অল্প সময়ে সেনাবাহিনীর জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেনাবাহিনীর জন্য বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তির সমরাস্ত্র সংগ্রহেও সদা সচেষ্ট ছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্নের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সেনাবাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে তুলতে বর্তমান সরকারও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিবিধ কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমাদের সরকার সর্বদা বদ্ধ পরিকর।

দেশ মাতৃকার অখন্ডতা রক্ষায় আপনাদের নিরলস পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে আমি অবগত আছি। সেনাবাহিনী আজ তাদের নানাবিধ জনসেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের নির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ উদ্ধার তৎপরতা ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে সেনাবাহিনী দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উদ্ধার কাজ সুষ্ঠু ও ঝুঁকিমুক্তভাবে সম্পাদনে সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হচ্ছে।

এ সকল অভিযানধর্মী, কল্যাণমুখী ও জনহিতকর কর্মকান্ডের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই সেনাবাহিনীর উন্নয়নের লক্ষ্যে যথা সম্ভব সকল বাস্তবমূখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সেনা সাজোঁয়া বহরে যুক্ত হয়েছে ৪র্থ প্রজন্ম ট্যাংক-এমবিটি-২০০০, গোলন্দাজ বহরের জন্য প্রথমবারের মত স্বচালিত (Self Propelled) কামানসহ বিভিন্ন ধরণের রাডার, পদাতিক বাহিনীর জন্য এপিসি ও অন্যান্য আধুনিক সরঞ্জাম, আর্মি এভিয়েশনের জন্য আধুনিক হেলিকপ্টার ইত্যাদি।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) এর পূন্যভূমি সিলেটে সতের পদাতিক ডিভিশন এবং এর অধীনস্থ একটি পদাতিক ব্রিগেড সদর ও দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ আমরা আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকীর জন্য আরও ২টি পদাতিক ইউনিট ও ১টি ইঞ্জিনিয়ার কনষ্ট্রাকশন ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড এর পতাকা উত্তোলন করে শুভ সূচনা করেছি।

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আলোকে ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ ও যোগাযোগ সরঞ্জামাদি অমত্মর্ভুক্ত করেছি। যা সামগ্রিকভাবে আমাদের গর্বিত সেনাবাহিনীর সমরশক্তি (Combat Power) ও চলাচল সক্ষমতা (Mobility) আরো অনেক বৃদ্ধি করবে।

আমি বান্দরবান জেলার রুমা এলাকায় নতুন সেনানিবাস স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেছি। নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার বিস্তৃত চর এলাকা সেনাবাহিনীকে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে । এছাড়া চর ক্যারিং প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চৌকষ সেনাসদস্য গড়ে তুলতে কম্পিউটার, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা  হয়েছে। এছাড়া সৈনিকদের উচচতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অধিকতর করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করণ এবং জনসংখ্যার বড় অংশ নারীদেরও দেশ সেবার সুযোগ উন্মোচনের লক্ষ্যে সৈনিক পদে ভর্তি করা হবে। এ লক্ষ্যে ১০০০ জন মহিলা সৈনিক মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ভর্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য আর্মস-সার্ভিসেস এ মহিলা সৈনিক নির্বাচন করা হবে।

প্রিয় সৈনিকবৃন্দ,

আমাদের সরকার সর্বদাই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়, কখনোই শাসক হিসেবে নয়। জনগণের সেবা করার জন্য আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি।

আমি সেনাবাহিনীর সদস্যদের সৎ, কষ্টসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনের বাস্তবতার বিষয়ে অবগত আছি। ফলশ্রুতিতে আপনাদের বিভিন্ন কল্যাণের বিষয়গুলোও সব সময়েই আমাদের সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। আমাদের সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রেখেছি। এ ধারা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

সৈনিক মেসে খাবারের মান উন্নয়নের জন্য আমি সেনাপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি, সৈনিক মেসের কিচেন ও ডাইনিং সুবিধাদি আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত করার কথা বলেছি। সেনাবাহিনীর সদস্যদের রেশন স্কেল বৃদ্ধি করে নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সমপর্যায়ে উন্নীত করেছি। সেনাসদস্যদেরকে পাস্ত্তরিত দুধ, সুষম খাদ্য এবং সিএমএইচের রোগীদের জন্য নির্ধারিত ৫টি ডায়েটের পরিবর্তে ৯টি ডায়েট প্রবর্তন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

আমি সেনাবাহিনীর সকল পদবির সদস্যদের সাধারণ পারিবারিক পেনশনের হার ২৫% হতে উন্নীত করে ৩০% এ নির্ধারণ করেছি। নির্ভরশীল পেনশনের হার যথাক্রমে অফিসারদের জন্য ১৫% এবং জেসিও ও ওআর-গণের জন্য ২০% এ পুনঃ নির্ধারণ করেছি। কর্মস্পৃহা বাড়াতে বীরত্বপূর্ণ-সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক, এককালীন অনুদান ও ভাতা প্রচলন করেছি।

এছাড়া, সেনাবাহিনীর এভিয়েশন ইউনিটের বৈমানিকদের উড্ডয়ন বেতন বৃদ্ধি, কমান্ডো-প্যারাকমান্ডো সদস্যদেরকে উড্ডয়ন ঝুঁকি বীমার আওতায় আনা হয়েছে। সর্বোপরি জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে পে কমিশন-২০০৯ এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সকল সদস্যদের মাসিক বেতন-ভাতা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর জেসিও এবং তদ্‌নিম্ন পদবির সৈনিকদের এলপিআর ০৪ মাস হতে ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে । কর্মরত সকল পদবির জন্য নতুন ওয়ার্কিং ড্রেস, শান্তি কালীন পদক প্রবর্তন করা হয়েছে।

আমি সেনাবাহিনীর সদস্যদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছি। ইতিমধ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালীতে সেনাপল্লী প্লট এবং সাভারে সেনাপল্লী ফ্ল্যাট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সেনানিবাসে যথাক্রমে ১৬০টি জেসিও, ১৬৮টি ওআর এবং ১০৪টি ফলোয়ার বাসস্থানসহ ১২৮০ জনের জন্য এসএম ব্যারাক নির্মাণ করা হচেছ। ৫০টি জেসিও-ওআর বাসস্থান পরিবর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে । দেশের অনুন্নত এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের সেনানিবাস যথা দীঘিনালা, আলি কদম, বিজেএমবি ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচেছ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয় ঘটানো সম্ভব হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘাটতি ছিল দীর্ঘদিন। সেই সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে সরাসরি মেজর পদে এফআরসিএস, এফসিপিএস ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করা হচেছ।

এছাড়া সামরিক হাসপাতাল সমূহে প্রয়োজনীয় ভবনবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আউটডোর, ডিপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমি সেনাবাহিনীর জেসিওগণকে দ্বিতীয় শ্রেণী হতে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় এবং সার্জেন্টকে তৃতীয় শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় উন্নীত করণের অনুমোদন প্রদান করেছি। এছাড়া, সেনাবাহিনীর মেজর ও তদ্‌নিম্ন পদবির অফিসারগণের বিভিন্ন পদবিতে চাকুরীর সময়সীমা ০২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছি। একই সাথে পদোন্নাতির ধারাবাহিকতা ও সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য লেঃ কর্নেল ও তদোর্দ্ধ বিভিন্ন পদবীর অফিসারদের চাকুরীর সময়সীমা প্রাথমিকভাবে এক বছর এবং পরবর্তীতে আরও এক বছর বৃদ্ধি করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

একটি দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। তাই সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌ ও বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নৌ বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে আধুনিক ফ্রিগেট, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট্, করভেট, কাটার এবং অত্যাধুনিক মিসাইল, র‌্যাডার ইত্যাদি সংযোজন করেছে। আমাদের সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপে গত ১৪ মার্চ ২০১২ বাংলাদেশ আনুমানিক ১,১১,৬৩১ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকার নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। এ অধিকার রক্ষায়  বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক করার জন্য সাব-মেরিন ক্রয়ের বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে অত্যাধুনিক জঙ্গিবিমান , এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার ও আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র । এছাড়াও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে জেট ট্রেইনার বিমান, অ্যাডভান্স জেট ট্রেইনার ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উন্নতির পূর্ব শর্ত হলো জাতীয় উন্নয়ন। জাতীয় উন্নয়ন ও সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। জাতীয় উন্নয়ন হলে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং আপনাদেরও সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো যাবে।

২০০৯ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ৬৯০ ডলার, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪৪ ডলার।

টাকার মান ডলারের বিপরীতে অনেক শক্ত অবস্থানে রয়েছে। যা দেশের শক্তিশালী অর্থনীতিরই প্রতিফলন।

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে যেখানে বাজেটের পরিমাণ ছিল ১১৩৮.১৯ বিলিয়ন টাকা, সেখানে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ২২২৪.৯১ বিলিয়ন টাকা।

উন্নতির এই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারলে অতি শীঘ্রই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব এবং বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হব।

দেশে সড়ক ও জনপদ বিভাগের আওতায় ২১ হাজার ৫৭১ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এসব সড়কে ৪ হাজার ৫০৭টি সেতু, ১৩ হাজার ৭৫১টি কালভার্ট ও ৬০টি ফেরীঘাট স্থাপন করেছি।

টঙ্গী-কালিগঞ্জ রেলক্রসিংয়ে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার উড়াল সেতু, দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম বন্দর সংযোগ ফ্লাইওভার, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক, মোগড়াপাড়া চৌরাস্তা, ঢাকা ইপিজেড ও নবীনগর মোড়সহ বেশকিছু স্থানে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করেছি।

মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস চালু হয়েছে। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার অচিরেই চালু হবে। শান্তিনগর হতে ঢাকা-মাওয়া রোডের ঝিলমিল পর্যন্ত আরও একটি ফ্লাইওভার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে। হাতিরঝিল প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৯৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে ২৭ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

দেশ আজ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষকের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ দিয়ে ৯৫ লাখেরও বেশী ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করে দেই।

পাটের জীবন রহস্য ও উদ্ভিদ বিধ্বংসী ছত্রাকের জীবন রহস্য আবিস্কার করেছেন একজন বাঙালি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। ১৫ কোটি মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি।

সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

প্রযুক্তি বিভেদ মুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু। প্রতি মাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা পাচ্ছেন।

এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৬৯১টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৩ হাজার ৯০৯ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। কোথাও কোনো অভিযোগ উঠেনি।

স্থানীয় সরকার ও উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীও পরাজিত হয়েছে। আমরা জনগণের রায় মাথা পেতে নিয়েছি। অতীতে কোন সরকারের আমলেই এ ধরনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয় নাই। কোন নির্বাচনোত্তর সহিংসতা ঘটে নাই।

বিদ্যুৎ উৎপাদন এখন ৬৬৭৫মেগাওয়াট। লোডশেডিং নেই বললেই চলে। গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বেড়েছে। নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে আমরা সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। দেশকে আমরা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে চাই।

জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী দেশের ঐক্য এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপারে আমাদের সরকারের রয়েছে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা একটি দক্ষ, সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী চাই।

একটি মহল ধর্মীয় উম্মাদনা ও মিথ্যা প্রচারণা দিয়ে এ অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বাস্তবতা হল বঙ্গবন্ধুই এদেশে ইসলামের খেদমতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মদ-জুয়া নিষিদ্ধ, টঙ্গী ইজতেমা মাঠের স্থায়ী বন্দোবস্ত  দিয়েছিলেন। আল্লাহ রববুল আলামীন আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ই বায়তুল মোকাররম মসজিদের যাবতীয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্নের তৌফিক দিয়েছেন।

প্রিয় সেনাসদস্যবৃন্দ,

আপনাদের পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধা সর্বদা বজায় রাখবেন। আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদেরসহ সকলকে বিভিন্ন প্রতিকুলতার মাঝেও সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রার ধারা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমি সেনাবাহিনীর সকল সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ ও সু-স্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোক।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।